AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 15.07.2024 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বসতে চলেছে আগামী সোমবার ২২-শে জুলাই।

২) মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ এনে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দো বোসের দায়ের করা মামলায় রায়দান স্থগিত রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

৩) চার মাস পর সুপ্রীম কোর্টে আজ ডি এ মামলার শুনানি কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

৪) রাজীব কুমার আবারও রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক হচ্ছেন।

৫) কামারহাটিতে জয়ন্ত সিং ও তার সঙ্গীদের বিভিন্ন কীর্তির কথা প্রকাশ্যে আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হুইপ জারি করেছে।

৬) পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ র্অথের অব্যবহৃত অংশ, ১৫ ই আগস্টের মধ্যে খরচ করতে হবে বলে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে।

৭) আজ উল্টো রথ।

oooooooooooooooooooooo

রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বসতে চলেছে আগামী সোমবার ২২-শে জুলাই। পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সর্বদলীয় বৈঠকের পর প্রথম দিন শোকপ্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যাবে। পরে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের পরবর্তী কার্যসূচী স্থির করা হবে।

এই অধিবেশনে পয়লা জুলাই থেকে বলবৎ হওয়া তিনটি ফৌজদারি আইন নিয়ে সরকারের তরফে একটি প্রস্তাব আনা হতে পারে।

এদিকে, চার বিধানসভা কেন্দ্রে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ পর্ব দ্রুত সম্পন্ন করা হবে বলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি আজ সাংবাদিকদের বলেন, পরিষদীয় দফতর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সেই অনুমতি পাওয়া গেলে ভালো, নাহলে বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতে তিনি নিজেই জয়ী প্রার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

(বাইট – বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়)

oooooooooooooooooooooo

এদিকে, এর আগের উপ-নির্বাচনে জয়ী ২ তৃণমূল কংগ্রেসি প্রার্থীর শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে জটিলতায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গিয়ে শপথগ্রহণের ব্যাপারে যে মন্তব্য করেন, তাতে তাঁর মানহানি হয়েছে বলে রাজ্যপাল অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ এনে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দো বোসের দায়ের করা মামলায় রায়দান স্থগিত রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও আজ রায়দান স্থগিত রাখেন।

রাজ্যপালের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী বলেন, মহিলারা রাজভবনে যেতে ভয়পান বলে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা বিদ্বেষমূলক ও মানহানিকর। দুই বিধায়ক রাজ্যপালকে দেওয়া চিঠিতে সেরকম কোন আশঙ্কার কথা জানাননি। বিধায়কের শপথ সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয় কেন টেনে আনা হলো, রাজ্যপালের আইনজীবী তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী পাল্টা দাবি করেন, মহিলারা তাঁকে যে অভিযোগ করেছেন, সেকথাই মুখ্যমন্ত্রী জন সমক্ষে জানিয়েছেন। এটি তাঁর বাক্ স্বাধীনতা। কোনোভাবেই তা মানহানিকর নয়।

উল্লেখ্য, উপ-নির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে জটিলতায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গিয়ে শপথগ্রহণের ব্যাপারে যে মন্তব্য করেন, তাতে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন রাজ্যপাল।

বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, রাজ্যপাল বা যেকোন ব্যক্তির সম্পর্কেই মন্তব্য করার সময় মুখ্যমন্ত্রীর শব্দ চয়ন সম্পর্কে ভাবা উচিত। আজ বরানগরের ব্রহ্মময়ী আশ্রমে উল্টোরথ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি।

(বাইট - সুকান্ত)

oooooooooooooooooooooo

চার মাস পর সুপ্রীমকোর্টে আজ ডি এ মামলার শুনানি কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। মামলাকারীদের তরফে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হলেও দুই বিচারপতি ঋষিকেশ রায় ও এস ভি এন ভাট্টির বেঞ্চ জানান, এ ব্যাপারে পরে শুনানি হবে। দুর্গাপুজোর পর ডিসেম্বরে মামলার শুনানি হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২২-এর বিশে মে হাইকোর্ট, রাজ্যকে কেন্দ্রের সমতুল ৩১ শতাংশ হারে কর্মীদের ডি এ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। ২০২২-এর তেশরা নভেম্বর শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের হওয়ার পর প্রথম শুনানি হয় ২৮-শে নভেম্বর। এরপরেও এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

এদিকে, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ও শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ, শীর্ষ আদালতে আজ শুনানি না হওয়ায় খেদ ব্যক্ত করেছে।

রাজ্যের হয়ে আইনজীবী অভিশেষ মনু সিংভি বলেন, হাইকোর্টের রায় মেনে ডিএ দিতে হলে ৪১ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে। যা রাজ্য সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে বহন করা কঠিন।

oooooooooooooooooooooo

রাজীব কুমার আবারও রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক হলেন। রাজ্যপালের নি্দেশ অনুসারে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে আজ এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

একই সঙ্গে তিনি তথ্য প্রযুক্তি দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের দায়িত্বও সামলাবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে, বর্তমান ডিজি সঞ্জয় মুখার্জি ডিজি দমকল হলেন।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগে ১৮ই মার্চ নির্বাচন কমিশন রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেয় । তার জায়গায় সঞ্জয় মুখার্জিকে ডিজির দায়িত্ব দেওয়া হয়। উপ নির্বাচন শেষ হতেই রাজীব কুমারকে ফের ডিজি পদ ফিরিয়ে দিল রাজ্য সরকার।

oooooooooooooooooooo

উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে জয়ন্ত সিং ও তার সঙ্গীদের বিভিন্ন কীর্তির কথা প্রকাশ্যে আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হুইপ জারি করেছে। কামারহাটির নজরুল মঞ্চে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই প্রসঙ্গে দমদমের সাংসদ সৌগত রায় ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের আর কোন নেতা-কর্মী, বিধায়ক বা পৌর প্রধান সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে পারবেন না। এছাড়া প্রমোটার ও সমাজ বিরোধীদের সঙ্গেও দলের কোন নেতা কর্মী যোগাযোগ রাখতে পারবেন না।

বৈঠকের পর সৌগতবাবু সাংবাদিকদের বলেন, অতীতে কোন ভুল হয়ে থাকলে, তা সংশোধন করা হবে। আজকের বৈঠকে সকলেই এব্যাপারে এক মত হয়েছেন। জয়ন্ত সিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইন, আইনের পথেই চলবে।

(বাইট – সৌগত)

কামারহাটির সমস্ত কাউন্সিলার, সি আই সি সদস্য এবং তৃণমূল নেতাদের নিয়ে ওই বৈঠকে সৌগতবাবু ছাড়াও ছিলেন, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ও পৌর প্রধান গোপাল সাহা।

এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস যে দুর্নীতি, লুঠপাট, অত্যাচার ও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত, সৌগতবাবুর বক্তব্য, তাই প্রমাণ করে।

oooooooooooooooooooo

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘলগাঁও-এর ঘটনায় পুলিশ মামলা ধামাচাপ দিতে চাইছে। এই অভিযোগে এবং মহম্মদ সেলিমের নামে অসত্য মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সি পি আই এম-এর পক্ষ থেকে আজ সেখানে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়। ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন দলের নেতা কর্মীরা। ব্যারিকেড ভেঙে তারা এস পি-র অফিসে ঢুকতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। দু-পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এনিয়ে তুমুল উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

oooooooooooooooooooo

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থের অব্যবহৃত অংশ, ১৫ ই আগস্টের মধ্যে খরচ করতে হবে বলে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। এজন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় গ্রামীণ প্রকল্পের দরপত্র চূড়ান্ত করতে হবে। হাওড়া শরৎ সদনে আজ রাজ্যের সব ব্লকের পঞ্চায়েত আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে চলতি আর্থিক বছরে কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত রাজ্যকে ৩ হাজার ১২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অথচ ২রা জুলাই পর্যন্ত খরচ হয়েছে বরাদ্দ অর্থের গড়ে মাত্র ২৭ শতাংশ। দীর্ঘ লোকসভা ভোট পর্বে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ আটকে থাকার কারণেই এবার বরাদ্দ কম খরচ হয়েছে বলে রাজ্যের পঞ্চায়েত কর্তাদের

দাবি। টাকা খরচের নিরিখে রাজ্যের ১০৩টি ব্লক সব থেকে পিছিয়ে। তাদের ১৫ ই আগস্টের মধ্যে অব্যবহৃত টাকার কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ ব্যবহার করতেই হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অর্থ কমিশনের সুপারিশ মাফিক জেলা পরিষদগুলি প্রতি বছরই নির্দিষ্ট কিছু টাকা পায় । জেলা পরিষদের অধীনে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নলকূপ বসানো, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার সহ পরিকাঠামো সংক্রান্ত একাধিক কাজে তা ব্যয় করা হয়। এবার, প্রথম কিস্তির টাকা খরচ না হওয়ায় দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তা ঠেকাতেই পঞ্চায়েতগুলিকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

oooooooooooooooo

বাজারে সব্জির দাম কমাতে মুখ্যমন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হতে বাকি আর মাত্র তিনদিন। টাস্কফোর্স এবং ভিজিলেন্স কমিটির সদস্যরা আজও বিভিন্ন বাজারে আনাজপাতির দাম খতিয়ে দেখেন। খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্যই দাম বেশি পড়ছে বলে জানান টাস্কফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। টাস্কফোর্সের সামনে এবং আড়ালে দামের ফারাক নিয়ে অভিযোগ করছেন ক্রেতারা। এর সমাধানে বিক্রেতাদের দামের তালিকা টাঙানোর নির্দেশ দেয় টাস্কফোর্স।

oooooooooooooooooooooo

ন্যায্যমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে পেঁয়াজ পৌঁছে দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে কৃষি দফতর বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাষিদের কাছ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদীয়ার মতো পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলায় চাষিদের

কাছ থেকে এই পেঁয়াজ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। ৪৬৮টি সুফল বাংলা স্টল থেকে তা বাজারের তুলনায় দুটাকা কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে, রাজ্যে আরও এক হাজারটি পেঁয়াজ গোলা তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে চার হাজার পেঁয়াজ গোলা রয়েছে। তার প্রত্যেকটির ধারণ ক্ষমতা ৯ থেকে ১০ টন। এই ধরনের গোলা তৈরির ক্ষেত্রে খরচ হয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। রাজ্যের আর্থিক সহযোগিতায় আগামী একবছরে এরাজ্যে আরও এক হাজারটি পেঁয়াজ গোলা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে।

oooooooooooooooooooooooooo

রাজ্য জুড়ে চলেছে অরণ্য সপ্তাহ। কলকাতা প্রেস ক্লাবে আজ বনমহোৎসবের সূচনা করেন উদ্যান ও কানন চক্র বিভাগের মুখ্য বনপাল রবীন্দ্রনাথ সাহা, তিনি গাছ লাগানোর পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণে সমান গুরুত্ব আরোপ করার ওপরে জোর দিয়ে বলেন , সর্বত্রই এই সময়ে নাগরিকদের এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে গাছ নিয়ে যাওয়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেগুলি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। পাহাড়ে ধ্বস এবং নদী ভাঙনের কথা উল্লেখ করে বনপাল বলেন,প্রকৃতির প্রতিটি সম্পদের মধ্যে সাজুজ্য রেখেই আমাদের বনসৃজনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বাইট আর এন সাহা।

বন মহোৎসব উপলক্ষে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আজ বৃক্ষরোপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্য বনপাল রামপ্রসাদ বাদানা, বনদপ্তরের নগর ও বনায়ন বিভাগের আধিকারিক অনিন্দ্য গুহ ঠাকুরতা , ক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামানিক প্রমূখ।

oooooooooooooooooooooo

আজ উল্টো রথ। মাসির বাড়িতে আট দিন থাকার পর নবম দিনে জগন্নাথ দেব, বলভদ্র ও দেবী শুভদ্রা ফিরছেন তাদের নিজ নিজ বাড়ি।

নদীয়ার মায়াপুরে ইস্কন মন্দিরে এই উপলক্ষে সংঘের প্রধান কার্যালয় থেকে তিনটি সুসজ্জিত রথ রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝাড়ু দিয়ে রথের রাস্তা পরিস্কার করেন স্থানীয় সাংসদ জগন্নাথ সরকার। দেশ বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত এতে যোগ দেন।

কলকাতার ইস্কনের উল্টো রথও ময়দানে অস্থায়ী মাসির বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে অ্যালবার্ট রোডে মূল মন্দিরে পৌঁছয়। এছাড়াও হুগলীর মাহেশ, গুপ্তিপাড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলেও এই উপলক্ষে বহু মানুষের সমাগম হয়।

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooo